বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ২২৮১/২০২৫

অদিতি করিম

------দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য

------ প্রতিপক্ষগণ।

এডভোকেট মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সংগে
এডভোকেট ফৌজিয়া আক্তার

----- দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মিনহাজুল হক চৌধুরী

------৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল
সংগে
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শোয়েব মাহমুদ, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মোঃ ওবায়দুর রহমান তারেক, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মোঃ আবুল হাসান, সহকারী এটর্নী জেনারেল

---------রাষ্ট্রপক্ষে

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল
এবং
বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম

শুনানীর তারিখ: ১৬.০৩.২০২৫ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৭.০৩.২০২৫।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল ঃ

দরখাস্তকারী অদিতি করিম কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের উপর কারণ দর্শানো পূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

> *“প্রতিপক্ষগণের দ্বারা দরখাস্তকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা, ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে নিয়ন্ত্রনাধীন গ্রাহক আইডি নং- ০০৬০৪৯১৩-কে বৈধ ঘোষনা না করা আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে প্রদত্ত হয়েছে এবং এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই মর্মে কেন ঘোষণা করা হবে না এবং অত্র আদালত কর্তৃক সঠিক এবং যথাযথ মনে করলে অন্যান্য বা অতিরিক্ত আদেশ বা আদেশসমূহ কেন প্রদান করা হবেনা মর্মে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানো পূর্বক রুল নিশি প্রেরণ করা হোক।*

অদ্যকার তারিখ হতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে রুলটি জারী হয়ে ফেরতযোগ্য।

দরখাস্তকারীর নিজ খরচে বিশেষ দূতের মাধ্যমে রুলটি প্রতিপক্ষগনের উপর জরুরী ভিত্তিতে জারী করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র মোকদ্দমাটি আগামী ইংরেজী ০২.০৩.২০২৫ তারিখ আদেশের জন্য কার্যতালিকায় আসবে।"

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সংগে এডভোকেট ফৌজিয়া আক্তার বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মিনহাজুল হক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র রীট পিটিশন এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি পর্যালোচনা করা হলো। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি, নর্থ গুলশান ব্রাঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.১২.২০২৪ তারিখের পত্র (এনেক্সার 'বি') নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

Annexure-B

BRAC BANK

BRAC BANK PLC
NORTH GULSHAN BRANCH
Navana Pristine Paviliion, Plot# 128 2nd Floor), Block# CEN (H), ward# 19, Gulshan Avenue, Gulshan # 2, Dhaka-1212
SWIFT: BRAKBDDH
E-mail: enquiry@bracbank.com
Website: www bracbank.com
24 Hours Call Center 16221

BBPLC/Branch/2024/Ref No 3475
Date: December 30, 2024

Audite Karim
Customer ID: 00604913
BLOCK-K, ROAD 22, HOUSE-15, BANANI, DHAKA-1213

Subject: Freezing of bank accounts maintained with BRAC Bank PLC.

Dear Sir,

We refer to your letter dated 26-Dec-2024. Please be informed that your accounts maintained with us have been marked "No Debit" as per the instruction of

competent authority under Section 23 (1) (Ga) of the Money Laundering Prevention Act, 2012.

Until we receive any further instruction from the competent authority, we are unable to entertain your request for the operation of your accounts. We request you to consider our position and wait till the direction given by competent authority.

With Thanks

Abdul Gaffar
Branch Manager
North Gulshan Branch
BRAC Bank Plc
Navana Pristine Pavilion (2nd Floor) House# 128, Block: CEN(H), Gulshan Avenue (North), Dhaka-1212, Bangladesh Tel: +88-02-222260738

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি, নর্থ গুলশান ব্রাঞ্চ বরাবর দরখাস্তকারী অদিতি করিম কর্তৃক প্রেরিত বিগত ইংরেজী ০২.০১.২০২৫ তারিখের পত্র (এনেক্সার 'সি') নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

তারিখঃ ০২/০১/২০২৫
বরাবর
প্রধান কর্মকর্তা
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
ঠিকানা: লেভেল-১১, সংযোজনী-২ ভবন, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা, বাংলাদেশ।
দৃষ্টি আকর্ষণঃ গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক
ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি

জনাব,

আমি অদিতি করিম, ব্র্যাক ব্যাংকের গ্রাহক হিসাবে ২০০৭ থেকে আপনার ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং সম্পর্ক বজায় রাখছি, আমার হিসাব নম্বরঃ ১৫১২১০০৬০৪৯১৩০০১, হিসাবের নামঃ অদিতি করিম। আমার নিজের রান্না ও ডিজাইন থেকে উপার্জিত অর্থ এবং স্বামীর কাছ থেকে অর্থ বাঁচিয়ে আমি ধীরে ধীরে একাধিক ডিপোজিট পেনশন স্কিম করি। ডিপোজিট পেনশন স্কিম ম্যাচুরিটির পরে তা আমার ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী আমানত করি।

গত ২৭.১১.২০২৪ আমি ব্র্যাক ব্যাংক থেকে ক্ষুদে বার্তা পাই যে, আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করা হয়েছে যার কোন কারণ আমাকে জানানো হয়নি। এই প্রেক্ষিতে আমি ব্র্যাক ব্যাংকে চিঠি দিয়ে কারণ জানতে চাই। গত ০৩.১২.২০২৪ তারিখে আবার

ব্র্যাক ব্যাংক থেকে ক্ষুদে বার্তা পাই যে, আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ তুলে নেওয়া হয়েছে। মৌখিক ভাবে তারা জানায় যাচাই বাছাই করে তারা অবরুদ্ধ প্রত্যাহার করেছে।

আবার গত ২৪.১২.২০২৪ ব্র্যাক ব্যাংক থেকে ক্ষুদে বার্তা পাই যে, আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানায় যে, অর্থ পাচার আইন ২০১২ অনুযায়ী আমার অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করা হয়েছে। আমি একজন গৃহিণী আমি আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে আমি আমার এবং আমার পরিবারের খরচ ও ভবিষ্যতের জন্য এই স্থায়ী আমানত করেছি।

আমি আমার বিদেশ ভ্রমনের সময় আমার ক্রেডিট কার্ড যার নম্বর ৪০৮৮ ৬০৫৬ ৯৫৬৮ ০৭৯৬ ব্যবহার করে থাকি। আমার এই অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ তা আমার বোধগম্য নয়।

একজন গৃহিনী হিসাবে, আমি আমার আর্থিক প্রয়োজনের জন্য আমর ফিক্সড ডিপোজিট থেকে সুদের আয়ের উপর নির্ভর করি। আমার অ্যাকাউন্টের আকস্মিক স্থগিত আমার জীবন যাত্রার সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় বিনীত অনুরোধ আমার অ্যাকাউন্ট এবং ক্রেডিট কার্ড অবমুক্ত করে দিন।

আশা করি, সঠিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্বাভাবিক অবস্থা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বিনয়াবনত

(অদিতি করিম)
বাসা-১৫, রোড-২২, ব্লক-কে
বনানি, ঢাকা-১২১৩
ইমেইলঃ purnotakarim@gmail.com
মোবাইল নং ০১৭৫৭০৭৭৫১৭
হিসাব নম্বর: ১৫১২১০০৬০৪৯১৩০০১
সংযুক্তি: অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ সংক্রান্তব্র্যাক ব্যাংকের চিঠি।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

২৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে 2[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ-

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি 3[ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি] বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে 4[প্রয়োজনীয়] অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার 5[তথ্য-উপাত্ত] সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট 6[তদন্তকারী সংস্থা বা] আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

7[(খ) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;]

(গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হইয়াছে 8[বা কোন হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারে] মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন 9[স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে];

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

10[(ঙ) প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;]

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ 11[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 12[রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম তদারকিসহ] প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

(২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে 13 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে 14[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে 15[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে 16[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে 17[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা 18[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে 19[বাংলাদেশ

ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে 20[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় 21[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে 22[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখে হিসাবে স্থিতির দ্বিগুনের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী 23[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে 24[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে 25[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

26[(৭ক) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্তে কোন তদন্তকারী সংস্থা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি উপযুক্ত আদালতের আদেশক্রমে অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে।]

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও 27[বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে। "

উপরিউল্লিখিত ধারা ২৩ মোতাবেক, বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হয়েছে বা কোন হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার হয়েছে বা হতে পারে মর্মে সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারীর সংস্থাকে অনধিক ৩০ দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করতে আইনগতভাবে হকদার এবং লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখার জন্য উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ৩০ দিন করে সর্বোচ্চ ০৭ বার নির্দেশ প্রদান করতে হকদার।

উপরিউল্লিখিত ধারা ২৩ মোতাবেক **"সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে"** বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ সুস্পষ্টভাবে লিখিত আকারে বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের পত্রে থাকতে হবে।

বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে কোন ব্যক্তির হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করার পত্রে অতি অবশ্যই উক্ত ব্যক্তির হিসাবের কোন অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনের ব্যবহৃত হয়েছে বা হতে পারে মর্মে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সন্দেহ বিস্তারিতভাবে লিখিত থাকতে হবে। অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের যুক্তিসংগত সন্দেহের বিস্তারিত বর্ণনা লিখিত আকারে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে প্রদানপূর্বক কেবলমাত্র লেনদেনের হিসাবে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক কোন ব্যক্তির হিসাবে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখার নির্দেশ পত্রে যদি তাহাদের যুক্তিসংগত সন্দেহের লিখিত কারণ না থাকে তাহলে সেই হিসাব লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ করার আদেশ আইন বহির্ভুত ও বেআইনী মর্মে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ ফাইনানসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট দুই ভাবে কোন ব্যক্তির লেনদেন সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্ত হয় যথা, ১) কোন **রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা** হতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রাপ্তির ভিত্তিতে এবং ২) অন্য কোন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

বাংলাদেশ ফাইনানসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট তার লিখিত পত্রে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বর্ণণা করতে হবে যে, প্রথমত তার তথ্য প্রাপ্তি রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে নাকি অন্য কোন মাধ্যম হতে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ফাইনানসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটকে তার তথ্য প্রাপ্তির সোর্স তথা উৎস সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে প্রথমেই বলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ফাইনানসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটকে বলতে হবে যে, উপরিউল্লিখিত উপায়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তি হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনের ব্যবহৃত হয়েছে বা হতে পারে মর্মে তারা যুক্তিসংগতভাবে বলছে তৎবিষয়ে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে তার লিখিত বর্ণনায় ব্যখ্যা থাকতে হবে।

বর্তমান মোকদ্দমায় বাংলাদেশের ফাইনানসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট কিসের ভিত্তিতে দরখাস্তকারী অদিতি করিমের হিসেবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখা নির্দেশ প্রদান করছেন তৎমর্মে কোন সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান না করায় হিসেবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখার নির্দেশ এখতিয়ার বহির্ভুত এবং বেআইনী।

নথি পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারীকে কোন প্রকার আইনগত নোটিশ এবং শুনানীর সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে আকস্মিকভাবে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি কর্তৃক বিগত ইংরেজী ৩০.১২.২০২৪ তারিখে ইস্যুকৃত পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীর ব্যাংক একাউন্টটি অবরুদ্ধ করা হয়।

আইনের সার্বজনীন নীতি হলো, কাউকে শুনানী ব্যতিরেকে তার বিরুদ্ধে একতরফাভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ বেআইনী।

সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র রুলটি চূড়ান্তযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চূড়ান্ত করা হলো।

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি নর্থ গুলশান ব্রাঞ্চ এ দরখাস্তকারীর গ্রাহক আইডি নম্বর: ০০৬০৪৯১৩ এবং হিসাব নম্বর: ১৫১২১০০৬০৪৯১৩০০১ অবরুদ্ধ করার আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত অবহিত করা হউক।

বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম

আমি একমত।